Manash Mondal

SEMESTER:(II)

SUBJECT: Sanskrit (Pass)

SANS-G-CC-T-02

SANS-G-CC-T-02
Classical Sanskrit Literature (Prose)

Prescribed Course:		Total 48 Credits
Section 'A'	*Śukanāsopadeśa*	20 Credits
Section 'B'	*Viśrutacaritam* upto 15th Para	16 Credits
Section 'C'	Survey of Sanskrit Literature – Prose	12 Credits

Unit-Wise Division:

Section 'A'
Śukanāsopadeśa

Unit: I	Introduction- Author/Text, Text up to page 116 of Prahlad Kumar upto यथा यथा चेयं चपला दीप्यते समाप्तिपर्यन्त (up to the end of the text)	14 Credits
Unit: II	Society and political thought depicted in *Śukanasopadeśa*, logical meaning and application of sayings like बाणोच्छिष्टं जगत्सर्वम्, वाणी बाणो बभूव, पञ्चाननो बाणः etc.	06 Credits

Section 'B'
Viśrutacaritam Upto 15th Paragraph

Unit: I	Para 1 to 10 – Introduction – Author, Text, Text reading (Grammar, Translation, and Explanation), Poetic excellence, plot, Timing of Action.	08 Credits
Unit: II	Para 11 to 15 – Text reading (grammar Translation, and Explanation), Poetic excellence, plot, Timing of Action, Society, Language and Style of Daṇḍin. Exposition of saying दण्डिनः पदलालित्यम्, कविर्दण्डी कविर्दण्डी कविर्दण्डी न संशयः।	08 Credits

Section 'C'
Survey of Sanskrit Literature: Prose

Unit: I	Origin and development of prose and important prose romances	06 Credits
Unit: II	*Subandhu, Bāṇa, Daṇḍin, Ambikādatta Vyāsa, Pañcatantra, Hitopadeśa, Vetālapañcaviṃsattikā, Siṃhāsanadvātriṃśikā* and *Purūṣaparīkṣā*.	06 Credits

শুকনাসোপদেশ

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রতিটি প্রশ্নের মান-১ (পূর্ণবাক্যে উত্তর দিতে হবে)

প্রশ্ন➡ কাদম্বরী শব্দের ব্যুৎপত্তি কি?

উত্তর : কাদম্বরী শব্দের ব্যুৎপত্তি হল—কদম্বর + অণ্ + ঙীপ্।

প্রশ্ন➡ কাদম্বরী শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : কাদম্বরী শব্দের অর্থ 'সুরা'।

প্রশ্ন➡ শুকনাস কে?

উত্তর : শুকনাস ছিলেন উজ্জয়িনীর রাজা তারাপীড়ের বিচক্ষণ মন্ত্রী।

প্রশ্ন➡ তারাপীড় কে?

উত্তর : তারাপীড় ছিলেন উজ্জয়িনীর রাজা।

প্রশ্ন➡ চন্দ্রাপীড় কে?

উত্তর : উজ্জয়িনীর রাজা তারাপীড়ের পুত্র ছিলেন চন্দ্রাপীড়।

প্রশ্ন➡ শুকনাস কাকে উপদেশ দেন?

উত্তর : শুকনাস উজ্জয়িনীরাজ তারাপীড়ের পুত্র চন্দ্রাপীড়কে উপদেশ দেন।

প্রশ্ন➡ শুকনাস কখন উপদেশ দেন?

উত্তর : চন্দ্রাপীড়ের রাজ্যাভিষেকের প্রাক্কালে শুকনাস উপদেশ দেন।

প্রশ্ন➡ যৌবনকালে যুবকদের দৃষ্টিতে কোন গুণ থাকে?

উত্তর : যৌবনকালে যুবকদের দৃষ্টিতে রজোগুণ থাকে।

প্রশ্ন➡ মৃগতৃষ্ণিকা কথার অর্থ কী?

উত্তর : মৃগতৃষ্ণিকা কথার অর্থ মরীচিকা।

প্রশ্ন➡ তিমিরান্ধত্ব কি? কার সঙ্গে এর তুলনা করা হয়েছে?

উত্তর : তিমির নামক এক প্রকার নেত্ররোগের দ্বারা সৃষ্ট অন্ধত্ব হল তিমিরান্ধত্ব। জাগতিক ধনসম্পদের প্রতি ভয়ঙ্কর ক্লেশদায়ক মত্ততার সঙ্গে এর তুলনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন→ দাহজ্বর কি? এবং কেন তা অতিতীব্র?

উত্তর: যে জ্বরে অতি উত্তাপে সর্বাঙ্গ অবশ হয় এবং দেহে তীব্রবেদনা অনুভূত হয় তা হল দাহজ্বর। কপালে ও অঙ্গে চন্দনলেপন ও মাল্যধারণে উপশম হয় না বলে তা অতি তীব্র।

প্রশ্ন→ কোন্ মল স্থানে বিনষ্ট হয় না এবং কোন্ নিদ্রা রাতের অবসানে চেতন হয় না?

উত্তর: বিষয়াসক্তিরূপ মলের গুরুতর লেপন স্থানে বিনষ্ট হয় না এবং রাজ্যসুখানুভবরূপ নিদ্রা রাতের অবসানেও চেতন হয় না।

প্রশ্ন→ কোন্ কোন্ বিষয়কে অবিনয়ের নিবাসস্থান বলা হয়েছে?

উত্তর: গর্ভবাসকালে উৎপন্ন প্রভুত্ব, নবযৌবন, অনুপমরূপ এবং অমানুষিক শক্তি হল গুরুতর বিপদের ধারা। এদের প্রত্যেকটিকে অবিনয়ের নিবাসস্থান বলা হয়েছে।

প্রশ্ন→ কি দোষসমূহকে নির্মল করে গুণরাশিতে পরিণত করে?

উত্তর: গুরুর উপদেশ দোষসমূহকে নির্মল করে গুণরাশিতে পরিণত করে।

প্রশ্ন→ সদ্বংশে জন্ম কিংবা শাস্ত্রজ্ঞান কাকে বিনয়ী করে না?

উত্তর: সদ্বংশে জন্ম কিংবা শাস্ত্রজ্ঞান চরিত্রহীনকে বিনয়ী করে না।

প্রশ্ন→ কিরূপ হৃদয়ে উপদেশের গুণ সহজে প্রবেশ করে?

উত্তর: স্ফটিকে অনায়াসে চন্দ্রকিরণের প্রবেশের ন্যায় নির্মলহৃদয়ে উপদেশের গুণ সহজেই প্রবেশ করে।

প্রশ্ন→ গুরুর উপদেশকে কেন জলহীন স্নান বলা হয়?

উত্তর: গুরুর উপদেশ মানুষের হৃদয়ের সমস্ত মালিন্য প্রক্ষালন করে বলে তাকে জলহীন স্থান বলা হয়।

প্রশ্ন→ শ্বয়থু বা শোথ রোগ কি?

উত্তর: যে রোগে শরীর—বিশেষ করে পা ও গলদেশ ফুলে যায় এবং বিভিন্ন অঙ্গে বিকার দেখা দেয় তাকে শ্বয়থু বা শোথ রোগ বলে।

প্রশ্ন→ উপদেশকে কেন প্রজাগর বলা হয়?

উত্তর: উপদেশের ফলে অজ্ঞাননিদ্রা দূর হয়ে মানুষ শুদ্ধ চেতনায় জাগরিত হয় বলে সদুপদেশকে 'প্রজাগর' বলা হয়।

প্রশ্ন➡ কি হিড়িম্বার মন হরণ করেছিল এবং কি লক্ষ্মীর মন হরণ করে?

উত্তর : ভীমসেনের সাহস হিড়িম্বা রাক্ষসীর মন অপরহরণ করেছিল এবং ভয়ংকর সাহস লক্ষ্মীর মন অপরহরণ করে।

প্রশ্ন➡ আলঙ্কারিক মতে গদ্যের লক্ষণ কি?

উত্তর : আলঙ্কারিক মতে গদ্যের লক্ষণ হল—"বৃত্তগন্ধোজ্ঝিতং গদ্যম্"। অথবা "অপাদঃ পদসন্তানো গদ্যম্"।

প্রশ্ন➡ বাণভট্ট সম্পর্কে প্রশংসাবাণী কি?

উত্তর : বাণভট্ট সম্পর্কে প্রশংসাবাণী হল—"বাণোচ্ছিষ্টং জগৎসর্বম্"।

প্রশ্ন➡ কবিত্বের মাপকাঠি কি?

উত্তর : কবিত্বের মাপকাঠি হল—"গদ্যং কবীনাং নিকষং বদন্তি"।

প্রশ্ন➡ বাণভট্ট কোন রাজার সভাকবি ছিলেন?

উত্তর : বাণভট্ট কনৌজের রাজা হর্ষবর্ধনের সভাকবি ছিলেন।

প্রশ্ন➡ বাণভট্ট কটি গদ্যকাব্য রচনা করেন?

উত্তর : বাণভট্ট দুটি গদ্যকাব্য রচনা করেন—কাদম্বরী ও হর্ষচরিত।

প্রশ্ন➡ কাদম্বরী কোন শ্রেণীর কাব্য?

উত্তর : কাদম্বরী 'কথা' শ্রেণীর কাব্য।

প্রশ্ন➡ বাণভট্টের রচিত শতক কাব্যের নাম কী?

উত্তর : বাণভট্টের রচিত শতক কাব্যের নাম "চণ্ডীশতক'।

প্রশ্ন➡ বাণভট্টের পিতা ও মাতার নাম কি?

উত্তর : পিতা চিত্রভানু এবং মাতা রাজ্যদেবী।

প্রশ্ন➡ 'কাদম্বরী' সম্পর্কে প্রশস্তবাণীটি কি?

উত্তর : 'কাদম্বরী — রসজ্ঞামাহারো২পি ন রোচতে।"

প্রশ্ন➡ বাণভট্ট রচিত দুটি গদ্যকাব্যের নাম লেখ।

উত্তর : বাণভট্ট রচিত দুটি গত্যকাব্য হল— 'হর্ষচরিত' ও কাদম্বরী'।

প্রশ্ন➡ কাদম্বরী কে ছিলেন?

উত্তর : কাদম্বরী হলেন গন্ধর্বরাজকন্যা।

প্রশ্ন➡ মনোরমা কে?

উত্তর : মন্ত্রী শুকনাসের পত্নী।

প্রশ্ন➡ বৈশম্পায়ন কে?

উত্তর : মন্ত্রী শুকনাসের পুত্র।

প্রশ্ন➡ কাদম্বরীর প্রধান রস কি?

উত্তর : কাদম্বরীর প্রধান রস শৃঙ্গার।

প্রশ্ন➡ কাদম্বরী নামের উৎস কি?

উত্তর : কাদম্বরী শব্দটির অর্থ সুরা, আবার কদম্বর অর্থ নীলাম্বর বলরাম। বলরাম এতে আসক্ত ছিলেন বলে সুরার অপর নাম কাদম্বরী।

প্রশ্ন➡ যৌবনকালে উৎপন্ন অন্ধকার কিরূপ?

উত্তর : যৌবনকালে উৎপন্ন অন্ধকার (অজ্ঞানতা) এত গভীর যে, সূর্যালোক, রত্নালোক কিংবা প্রদীপ প্রভা তা দূর করতে পারেনা।

প্রশ্ন➡ গর্ভেশ্বরত্ব কাকে বলে?

উত্তর : অগর্ভাৎ ঈশ্বরত্ব অর্থাৎ শৈশবকাল থেকেই প্রচুর ধনসম্পত্তি থাকায় রাজপুত্র বণিকপুত্র প্রভৃতির ধনশালিত্বকে গর্ভেশ্বরত্ব বলে।

প্রশ্ন➡ মৃগতৃষ্ণিকা কি?

উত্তর : সূর্যলোকের প্রতিফলনে মরুভূমিতে সৃষ্ট যে অবস্থায় কোথাও জলের উপস্থিতি ভ্রম হয় তাকে মৃগতৃষ্ণিকা বা মরীচিকা বলে।

প্রশ্ন➡ কোন্ স্বাদ আপাত মধুর হলেও পরিণামে নয়?

উত্তর : হরিতকি প্রভৃতি কষায় বস্তু যুক্ত রসনাতে জলের স্বাদ আপাত মধুর মনে হলেও পরিণামে প্রকৃত মধুর নয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রতিটি প্রশ্নের মান-২ (দুই থেকে তিনটি বাক্যে উত্তর দিতে হবে)

প্রশ্ন➡ ক্ষীরসমুদ্র থেকে কি কি উঠেছিল?

উত্তর : অমৃতলাভের জন্য দেবাসুরেরা সমুদ্র মন্থন করেছিল। ফলে ক্ষীরসমুদ্র থেকে উঠেছিল লক্ষ্মী, পারিজাত পুষ্প, চন্দ্র, কালকূট বিষ এবং কৌস্তভমণি।

প্রশ্ন➡ 'কাদম্বরী' শব্দের নামকরণের তাৎপর্য লেখ।

উত্তর : কদম্বর (নীলাম্বর) অর্থাৎ বলরাম সুরায় আসক্ত ছিলেন বলেই সুরার নামকরণ কাদম্বরী।

প্রশ্ন➡ ‘কাদম্বরী’ গদ্যকাব্যের প্রথমভাগ এবং শেষভাগ কে লিখেছেন?

উত্তর : কাদম্বরী গদ্যকাব্যের প্রথমভাগ লিখেছেন বাণভট্ট এবং তিনি শেষ করে যেতে পারেননি বলে শেষভাগ লিখেছেন তাঁর পুত্র ভূষণভট্ট অর্থাৎ পুলিন্দ।

প্রশ্ন➡ ‘কাদম্বরী’ কথাকাব্যের আরম্ভে কাদের উদ্দেশে কবি বাণভট্ট প্রণাম জানিয়েছেন?

উত্তর : গ্রন্থারম্ভে কয়েকটি শ্লোকে ব্রহ্মা, শিব ও গুরু ভর্ৎসু—এঁদের উদ্দেশে কবি প্রণাম জানিয়েছেন।

প্রশ্ন➡ ‘শুকনাসোপদেশঃ’ নামক পাঠ্যাংশটির নামকরণ বিচার করো।

উত্তর : শুকস্য নাসা ইব নাসা যস্য সঃ শুকনাসঃ—উপমানপূর্বপদ বহুব্রীহি সমাস। শুকনাসস্য উপদেশঃ শুকনাসোপদেশঃ—ষষ্ঠী তৎপুরুষসমাস। মন্ত্রী শুকনাসের উপদেশ বলেই সংকলিত পাঠ্যাংশটির নাম দেওয়া হয়েছে “শুকনাসোপদেশঃ”।

প্রশ্ন➡ ব্যাধগীতি সম্পর্কে টীকা লেখ।

উত্তর : মন্ত্রী শুকনাস “শুকনাসোপদেশঃ” পাঠ্যাংশে রাজপুত্র চন্দ্রাপীড়কে রাজ্যাভিষেকের পূর্বে লক্ষ্মীর চরিত্র সতর্ক করে দিচ্ছেন উক্ত উদাহরণের মাধ্যমে। এই লক্ষ্মী যেন ইন্দ্রিয়রূপ হরিণগণের পক্ষে ব্যাধের গীতি। ব্যাধ বা শিকারীদের গানে আকৃষ্ট হয় হরিণ। এভাবে হরিণদের আকৃষ্ট করে বিষাক্ত শরাঘাতে তাদের নিহত করে ব্যাধেরা।

প্রশ্ন➡ ‘বড়বানলবারিণ’ সম্পর্কে টীকা লেখ।

উত্তর : ‘বড়বানল’ কথার অর্থ সমুদ্রস্থিত ‘বড়বা’ অর্থাৎ ঘোটকীর মুখস্থ কালাগ্নি। এই বড়বানল সমুদ্রের জলে দেখা যায়। দুশ্চরিত্র লোকের সদ্বংশে জন্ম কিংবা শাস্ত্রজ্ঞান তার বিনয়ের কারণ হয় না—এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে জল অগ্নি নির্বাপিত করলেও সেই আবার বড়বানল দেখা যায়।

প্রশ্ন➡ শুকনাস কোন চারটি বিষয় সম্পর্কে চন্দ্রাপীড়কে সতর্ক করে দিতে চেয়েছেন?

উত্তর : উজ্জয়িনীর রাজা তারাপীড়ের বিচক্ষণ মন্ত্রী শুকনাস যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব ও অবিবেকিতা সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে চেয়েছেন।

প্রশ্ন➡ গন্ধর্বনগরলেখা কি?

উত্তর : ভূতযোনিবিশেষ এই গন্ধর্বলেখা। রাত্রিতে আকাশে নগরের মতো শোভা পায় এবং দেখতে দেখতেই অদৃশ্য হয়ে যায়। লক্ষ্মীকে এখানে গন্ধর্বনগরলেখার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

'শুকনাসোপদেশঃ' উপাখ্যানে অঙ্কিত লক্ষ্মীর চরিত্র বর্ণনা করো।

১ অথবা, শুকনাস চন্দ্রাপীড়কে লক্ষ্মীর চারিত্র-চাঞ্চল্য সম্পর্কে যে উপদেশ দিয়েছেন তা বর্ণনা করো।

[কলিকাতা '১৩]

উত্তর : মহাকবি বাণভট্ট সংস্কৃত গদ্যকাব্যের দরবারে রাজাধিরাজ। তাঁর অমর রচনা 'কাদম্বরী' নামক কথাকাব্যের 'শুকনাসোপদেশঃ' শীর্ষক অংশে গদ্য রচনার সকল বৈশিষ্ট্য প্রস্ফুটিত হয়েছে। তিনি স্বীয় প্রতিভার জাদুস্পর্শে ভাষাকে সঞ্জীবিত করেছেন। পাঠ্যাংশে লক্ষ্মীর একটি বাস্তবধর্মী রূপ পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

যৌবরাজ্যে অভিষেকের পূর্বে অধীতবিদ্যা চন্দ্রাপীড়, পিতৃতুল্য পণ্ডিতপ্রবর সচিবশ্রেষ্ঠ শুকনাসের কাছে উপস্থিত হলে শুকনাস তাকে উপদেশের মহত্ত্ব বুঝিয়ে রাজলক্ষ্মীর চাঞ্চল্য বিষয়ে বিস্তারিত বলেন, কারণ যথেষ্ট বিনীত শিক্ষিত ব্যক্তিদেরও মাথা ঘুরিয়ে দেয় দুর্বিনীতা লক্ষ্মী। তার সঙ্গে অপ্রমেয় প্রভুত্ব ও নবযৌবন যোগ দিলে তো কথাই নেই।

আদর্শ রাজার সর্বপ্রথম কাজ হল রাজলক্ষ্মীর কুৎসিত রীতিনীতির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা। অত্যন্ত চঞ্চল স্বভাবের লক্ষ্মীকে অনেক কষ্টে লাভ করতে হয় এবং বহু যত্নে একে পালন করতে হয়। এই লক্ষ্মী যেন নিষ্ঠুরতা শিক্ষা করার জন্য বীর যোদ্ধাদের তরবারির ধারে বাস করে। সমুদ্রমন্থনকালে একসঙ্গে ক্ষীরসমুদ্র থেকে উঠেছিল লক্ষ্মী, পারিজাত, চন্দ্র, কালকূট বিষ, কৌস্তুভমণি প্রভৃতি। এইসব বস্তুর একত্রে অবস্থানহেতু লক্ষ্মী পারিজাত থেকে অনুরাগ, চাঁদের কাছ থেকে বক্রতা, উচ্চৈঃশ্রবার কাছ থেকে চাঞ্চল্য, কালকূট বিষের কাছ থেকে মোহনশক্তি, মদ্যের কাছ থেকে মাদকতা, কৌস্তুভমণির কাছ থেকে নিষ্ঠুরতা সঙ্গে নিয়েই যেন আবির্ভূত হয়েছিল।

এই লক্ষ্মী নীচ প্রকৃতির। শত চেষ্টা করেও একে চিরদিন বেঁধে রাখা যায় না। লক্ষ্মী কোনো লোককেই আদর করে না। কুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, রূপ দেখে না, কুলক্রমের অনুসরণ করে না, স্বভাবের প্রতি লক্ষ রাখে না, দক্ষতার আদর করে না, শাস্ত্রজ্ঞান শুনতে চায় না, ধর্মের মর্যাদা রাখে না, দানশক্তির আদর করে না, বিশেষ অভিজ্ঞতার বিচার করে না, আচার মানে না, সত্য বোঝে না, শুভ লক্ষণকে অনুসরণ করে না, মেঘের গন্ধর্বনগর রেখার মতো দেখতে দেখতেই অদৃশ্য হয়ে যায়। বিষ্ণুর প্রিয়া হয়েও অসৎ ব্যক্তিকে আশ্রয় করে। সবসময় এক রাজাকে ছেড়ে অন্য রাজাকে আশ্রয় করে। এর স্বভাব গঙ্গার মতো চঞ্চলা, অন্ধকার গুহার মতো তমোগুণযুক্তা, আর বিদ্যুতের মতো অল্পস্থায়ী।

এই লক্ষ্মী ইন্দ্রজাল দেখাতে দেখাতে যেন এই পৃথিবীতে পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম সমন্বিত নিজের চরিত্র প্রকাশ করে। অমৃতের সহোদরা হয়েও বিষতুল্যা, সম্পদের অহংকারে গর্বিত করেও জড়তা আনে, উন্নতি ঘটিয়েও নীচতা জন্মায়, শিব হয়েও অশিব স্বভাব বিস্তার করে, বলবৃদ্ধি ঘটিয়েও স্বভাবকে লঘু বা চপল করে, যেখানে যত বেশি লক্ষ্মীর আবির্ভাব, সেখানে তত বেশি কুকীর্তি বিরাজ করে। এর সাহায্যে মানুষের সমস্ত মহৎ গুণ নষ্ট হয়ে যায়। মোহ এসে আশ্রয় নেয়।

এই দুরাচারিণী লক্ষ্মীর প্রভাবে রাজাদের চিত্ত কলুষিত হয়, তাঁদের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে। তাঁদের সমস্ত মহৎ গুণগুলি বিনষ্ট হয়। ফলে তাঁদের চালচলন, আচার-ব্যবহার অন্য রকমের হয়। কেউ সম্পদের মোহে বিহ্বল হয়ে যান। কেউ মদনশরে মর্মাহত হয়ে নানা মুখভঙ্গি করেন, কেউ ধনমদে মত্ত হয়ে নানা ভাবভঙ্গি করেন, কেউ-বা নিজের অঙ্গের ভার বইতে না-পেরে পঙ্গুর মতো অপরের সহায়তায় চলাফেরা করেন, সামনের বন্ধুকে চিনতে পারেন না। তাঁরা নিজেদের পরিণাম বুঝতে পারেন না। মহামন্ত্র পাঠেও তাঁদের চৈতন্যোদয় হয় না। লক্ষ্মীর প্রভাবে নানা কুকর্মে লিপ্ত থেকে দিনের পর দিন মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাই শুকনাস চন্দ্রাপীড়কে লক্ষ্মীর স্বভাব ঔদ্ধত্য সম্বন্ধে বারবার সাবধান করে দিয়েছেন।

যৌবরাজ্যে অভিষেকের আগে উপযুক্ত সময়ে যথার্থ হিতৈষী পিতৃসম পণ্ডিতপ্রবর শুকনাস এইভাবে অত্যন্ত সমুচিত উপদেশ দান করলেন, যেহেতু উপদেশের পাত্রও যেমন দুর্লভ, তার চেয়েও বেশি শোচনীয় গুণবানের স্খলন।

লক্ষ্মীর চরিত্র সৃষ্টিতে মহাকবি বাণভট্ট নিজের বাস্তব জীবনের বহুমুখী অভিজ্ঞতার সঙ্গে অসামান্য কবিত্বশক্তির সমন্বয়ে যে বিপুল সম্ভার সৃষ্টি করেছেন, তা বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ।

২ তোমার পড়া গদ্যাংশ অনুসারে শুকনাস চন্দ্রাপীড়কে যে উপদেশ দিয়েছেন তার সারসংক্ষেপ লেখো।

[কলিকাতা '০৯, '১০]

উত্তর : মহাকবি বাণভট্ট সংস্কৃত গদ্যকাব্যের দরবারে রাজাধিরাজ। তাঁর অমর রচনা 'কাদম্বরী' নামক কথাকাব্যের 'শুকনাসোপদেশঃ' শীর্ষক অংশে গদ্য রচনার সকল বৈশিষ্ট্য প্রস্ফুটিত হয়েছে। তিনি স্বীয় প্রতিভার জাদুস্পর্শে ভাষাকে সঞ্জীবিত করেছেন। পাঠ্যাংশে লক্ষ্মীর একটি বাস্তবধর্মী রূপ পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

উজ্জয়িনীর রাজা তারাপীড়। তাঁর পুত্র চন্দ্রাপীড়। রাজার পরম বিজ্ঞ মন্ত্রী হলেন শুকনাস। রাজপুত্র চন্দ্রাপীড় গুরুগৃহে থেকে বিদ্যার্জন শেষ করে বাড়ি ফিরে এলে পিতা তারাপীড় তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে ইচ্ছুক হলেন। অভিষেকের আগে চন্দ্রাপীড় পিতৃপ্রতিম সচিবশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত শুকনাসের সঙ্গে দেখা করতে এলে তিনি চন্দ্রাপীড়কে অত্যন্ত সমুচিত কিছু উপদেশ দান করেন, যাতে চন্দ্রাপীড় একজন যথার্থ প্রজানুরঞ্জক রাজা হয়ে উঠতে পারেন।

পণ্ডিতপ্রবর মন্ত্রী শুকনাস চন্দ্রাপীড়কে দুরাচারিণী লক্ষ্মীর কুপ্রভাবের কথা বলার পর ধূর্তদের কথা বলেছেন। এইসব স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, ধনরূপ মাংসখেকো শকুনের মতো ধূর্তেরা পদ্মমধ্যে বকের মতো রাজসভায় থেকে রাজাদের দোষগুলিকে গুণ বলে প্রতিপন্ন করে নিজেদের সুবিধা আদায় করে। তারা রাজাদের বোঝায় — পাশাখেলা তো আমোদ, মৃগয়া ব্যায়াম, মদ্যপান বিলাসিতা, প্রমত্ততা হল বীরত্ব, স্বেচ্ছাচারিতা হল প্রভুত্ব, চঞ্চলতা হল উৎসাহ, নিজ-স্ত্রী পরিত্যাগ হল অনাসক্তি, গুরুর উপদেশ অমান্য করা হল পরের অধীনতা অস্বীকার করা, নৃত্য-গীত-বাদ্য ও বেশ্যাতে আসক্তি হল রসিকতা, গুরুতর অপরাধ শুনেও প্রতিকার না-করা হল মহানুভবতা, অপমান সহ্য করা হল ক্ষমাগুণ, দেবতাকে অপমান করা নিজের মহাশক্তির প্রকাশ — এইভাবে নিজেদের চরিত্রের সমস্ত দোষগুলিকে গুণরূপে স্তাবকদের বা চাটুকারদের মুখে শুনতে শুনতে রাজারা নিজেদের মহান বলে মনে করেন।

এমনিতেই রাজারা ধনমদমত্ত, উন্মার্গগামী প্রায়, তার উপর ধূর্তদের মিথ্যা স্তবস্তুতি তাঁদের বুদ্ধিভ্রষ্ট করে তোলে। ফলে রাজন্যবর্গ নিজেদের ঈশ্বরের অবতার, অতিমানব ও তাঁদের মধ্যে দেবতা বাস করেন — এইরূপ ভেবে দেবতার মতো নানা কাজ করতে গিয়ে লোকেদের উপহাসের পাত্র হন। তাঁরা মনে করেন তাঁরা সকলেই স্বয়ং চতুর্ভুজ নারায়ণ, শিবের মতো তাঁদের ললাটেও তৃতীয় নয়ন আছে। এইভাবে মিথ্যা আত্মমহিমায় স্ফীত হয়ে অন্যের সঙ্গে মেশা তো দূরের কথা, কারও প্রতি দৃষ্টিপাত করাও যেন বরদান বলে মনে করেন। অন্যকে স্পর্শ করলে ভাবেন তাকে পবিত্র করে দিলেন।

মিথ্যা মাহাত্ম্যের অহংকারে পরিপূর্ণ হয়ে রাজারা দেবতাদের প্রণাম করেন না, ব্রাহ্মণদের পুজো করেন না, মান্য ব্যক্তিদের সম্মান করেন না, পূজনীয়দের পুজো করেন না, গুরুজনদের সম্মানে উঠে দাঁড়ান না, বিদ্বানেরা অনর্থক পরিশ্রমে নিজেদের বিষয় ভোগসুখ থেকে বঞ্চিত করেছেন বলে তাঁদের উপহাস করেন, অভিজ্ঞ বৃদ্ধের উপদেশকে প্রলাপ বলেন। মন্ত্রীদের উপদেশে তাঁরা বিরক্ত হন, শুভার্থীর কথায় তাঁদের রাগ হয়। এঁরা সন্তুষ্ট হন সেইসব লোকেদের প্রতি, যারা নিষ্কর্মার মতো কাছে বসে থেকে দিনরাত করজোড়ে ইষ্টদেবতা অর্থাৎ সেইসব রাজাদের স্তবস্তুতি করে। ফলে রাজারা শুধু তাদের কথাই বলেন, ভাবেন এবং সমস্ত সুযোগসুবিধা দান করেন।

যৌবরাজ্যে অভিষেকের আগে উপযুক্ত সময়ে যথার্থ হিতৈষী পিতৃসম পণ্ডিতপ্রবর শুকনাস এইভাবে অত্যন্ত সমুচিত উপদেশ দান করলেন, যেহেতু উপদেশের পাত্রও যেমন দুর্লভ, তার চেয়েও বেশি শোচনীয় গুণবানের স্খলন।